নওগাঁ জেলার পোরশা সীমান্তে বিএসএফ সদস্য কর্তৃক কৃষক সুফল শিংহকে ধরে নিয়ে নির্যাতন করার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

১৮ মে ২০১২ নওগাঁ জেলার পোরশা উপজেলার দুয়ারপাল গ্রামের মৃত সম্যপদ কর্মকার ও মৃত সুরাঙ্গ এর ছেলে সুফল শিংহ (৫২) কে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) সদস্যরা ধরে নিয়ে নির্যাতন করে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন।

তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, ১৮ মে ২০১২ সকাল আনুমানিক ৭.০০ টায় তিনি বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের ২৩২/৫ এস পিলারের কাছে কাতলামারীর চরে নিজের জমিতে ধান কাটতে যান। সেখানে সকাল আনুমানিক ১১.০০ টায় ভারতের মালদহ জেলার হরিপুর থানার দাল্লা সীমান্তে কর্তব্যরত বিএসএফ সদস্যরা নো ম্যান্সল্যান্ডে দাঁড়িয়ে তাঁর কাছে পানি পান করতে চায়। তিনি পানি নিয়ে সীমান্তের নো ম্যান্সল্যান্ডে যান। এসময় বিএসএফ সদস্যরা তাঁকে আটকিয়ে রেখে নির্যাতন করে বলে তাঁর অভিযোগ।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- নির্যাতিত সুফল শিংহ ও তাঁর আত্মীয়-স্বজন
- সুফল শিংহ চিকিৎসা সেবাদানকারী পল্লী চিকিৎসক
- প্রত্যক্ষদর্শী এবং
- আইন শৃংঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ সুফল শিংহ

সুফল শিংহ (৫২), নির্যাতিত ব্যক্তি

সুফল শিংহ অধিকারকে জানান, ১৮ মে ২০১২ সকাল আনুমানিক ৭.০০ টায় তিনি তাঁর দুই ছেলে শুক চাঁন সিংহ ও রূপ চাঁন সিংহকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের ২৩২/৫ এস পিলারের কাছে কাতলামারীর চরে নিজের জমিতে ধান কাটতে যান। সকাল আনুমানিক ১১.০০ টায় নো ম্যান্সল্যান্ড থেকে দুইজন বিএসএফ সদস্য তাঁকে ইশারায় কাছে ডাকে এবং তাঁর কাছে পানি পান

করতে চায়। বিএসএফ সদস্যদের অনুরোধে তিনি পানি নিয়ে নো ম্যান্সল্যান্ডের কাছে যান। বিএসএফ সদস্যদের কাছে যাওয়া মাত্রই বিএসএফ সদস্যরা তাঁকে ধরে রাইফেলের বাঁট দিয়ে সজোরে তাঁর মাথা, ঘাড়, পাঁজর, পিঠ, বুক এবং হাত ও পায়ে আঘাত করতে থাকে। বিএসএফ সদস্যদের রাইফেলের বাঁটের এলোপাথারি আঘাতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পরেন। তখন বিএসএফ সদস্যদের মধ্যে একজন গাছের ডাল ভেঙ্গে নিয়ে এসে তাঁকে সেই ডাল দিয়ে পেটাতে থাকে এবং অপর একজন বিএসএফ সদস্য তার প্যান্টের বেল্ট খুলে তাঁকে পেটাতে থাকে। বিএসএফ সদস্যরা তাঁকে পেটাতে পেটাতে বলে যে, তাঁর মহিষ ভারত সীমান্তের লোকজনের ক্ষেতের ফসল খেয়ে ফেলেছে। সে সময়ে তিনি বিএসএফ সদস্যদের কাছে বলেন যে, তিনি মহিষ দিয়ে ক্ষেতের ফসল খাওয়ানোর ব্যাপারে কিছুই জানেন না। কিন্তু বিএসএফ সদস্যরা তাঁর কোন কথাই শুনতে চায়নি বলে তিনি জানান। এরপর বিএসএফ সদস্যরা তাঁকে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করে এবং তাঁর জামা খুলে দুই হাত পেছনের দিকে নিয়ে অর্থাৎ পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলে। বিএসএফ সদস্যরা আবারও তাঁর হাত-পা, উরু, কোমড়, পাঁজর ও পিঠসহ সারা শরীরে বেল্ট ও লাঠি দিয়ে অবিরাম পেটাতে থাকে। তিনি সে সময়ে বিএসএফ সদস্যদের কাছে হাত জোর করে তাঁকে নির্যাতন না করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু বিএসএফ সদস্যরা তাঁর অনুরোধ শোনেনি।

তাঁকে যখন বিএসএফ সদস্যরা পেটাচ্ছিল তখন তাঁর ছেলে শুক চাঁন সিংহ ও রূপ চাঁন সিংহ তাঁর কাছে আসে এবং নির্যাতন না করার জন্য বিএসএফ সদস্যদের কছে অনুরোধ করে। কিন্তু বিএসএফ সদস্যরা তাদেরকেও ধমক দেয় এবং সেখান থেকে চলে যেতে বলে। আনুমানিক প্রায় এক ঘন্টা পর বিএসএফের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সেখানে আসলে বিএসএফ সদস্যরা তাঁর ওপর নির্যাতন করা বন্ধ করে। তিনি বলেন, সীমান্তের কাছে বিএসএফ সদস্যরা প্রায়ই লোকজনকে কোন কারণ ছাড়াই ধরে নিয়ে নির্যাতন করে। তিনি তাঁর ওপর বিএসএফ সদস্যদের নির্যাতনের বিচার দাবি করেন।

নওগাঁ জেলার পোরশা উপজেলার দুয়ারপাল গ্রাম এবং ভারতের মালদহ জেলার হরিপুর থানার দাল্লা গ্রামের সীমান্তের মানচিত্র

শুক চাঁন সিংহ (২৭), সুফল শিংহ এর ছেলে এবং প্রত্যক্ষদর্শী

শুক চাঁন সিংহ অধিকারকে জানান, ১৮ মে ২০১২ সকাল আনুমানিক ১১.০০ টায় তিনি এবং তাঁর ভাই বাবার সঙ্গে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী কাতলামারীর চরে ২৩২/৫এস নম্বর সীমান্ত পিলারের কাছে নিজেদের জমিতে ধান কাটছিলেন। তিনি দেখেন যে, নোম্যান্স ল্যান্ডে দাঁড়িয়ে দুইজন বিএসএফ সদস্য পানি পান করার জন্য তাঁর বাবাকে লক্ষ্য করে ডাকছে। তাঁর বাবা পানি নিয়ে সীমান্তের কাছে গেলে হঠাৎ করেই তাঁর বাবার ওপর বিএসএফ সদস্যরা চড়াও হয়। তিনি দেখতে পান যে, তাঁর বাবা কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিএসএফ সদস্যরা তাঁর বাবাকে টেনে-হিঁচড়ে ভারত সীমান্তের দিকে নিয়ে যেতে থাকে এবং সেই সঙ্গে রাইফেলের বাঁট দিয়ে তাঁর বাবার মাথা, ঘাড় এবং পাঁজরে আঘাত করতে থাকে। সে সময়ে তাঁর বাবা চিৎকার করে আশপাশের লোকজনকে ডাকতে থাকেন এবং বিএসএফ সদস্যদের নির্যাতন বন্ধের জন্য অনুরোধ জানান। বিএসএফ সদস্যদের রাইফেলের বাঁটের আঘাতে তাঁর বাবা মাটিতে পড়ে গেলে একজন বিএসএফ সদস্য অনবরত লাথি মারতে থাকে এবং অপর বিএসএফ সদস্য তাঁর বাবাকে গাছের ডাল ভেঙ্গে পেটাতে থাকে। এরপর একজন বিএসএফ সদস্য তাঁর বাবার জামা খুলে নিয়ে দুই হাত পিছমোড়া করে বাঁধে এবং অপর একজন প্যান্টের বেল্ট খুলে ওই বেল্ট দিয়ে মাথা, ঘাড়, হাত-পা, উরু, কোমড়, পাঁজর ও পিঠসহ সারা শরীরে বেধড়ক পেটাতে থাকে। একইসঙ্গে তাঁর বাবাকে চড়-থাপ্পর-কিল-ঘুষি দিতে থাকে। সে সময়ে তাঁর বাবা মাটিতে পড়ে যেয়ে কাঁদতে থাকেন এবং নির্যাতন বন্ধের জন্য বিএসএফ সদস্যদের কাছে তাঁর বাবা অনুরোধ করতে থাকেন। সে সময়ে তিনি ও তাঁর ভাই রূপচাঁন বিএসএফ সদস্যদের কাছে তাঁর বাবাকে নির্যাতন না করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের বাবাকে নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে পারেননি বলে জানান।

কণা রানী সিংহ (৪৫), সুফল শিংহ এর স্ত্রী

কণা রানী সিংহ অধিকারকে জানান, ১৮ মে ২০১২ সকাল আনুমানিক ৭.০০ টায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ২৩২/৫এস নম্বর সীমান্ত পিলারের কাছে কাতলামারীর চরে তাঁর স্বামী তাঁদের দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ধান কাটছিলেন। দুপুর ১২.০০টায় গ্রামের এক লোক এসে তাঁকে জানায় যে, কাতলামারীর চরে তাঁর স্বামীকে বিএসএফ সদস্যরা নির্যাতন করছে। তিনি কাতলামারীর চরে তাঁদের ধানের জমিতে ছুটে যান এবং সেখানে তাঁর স্বামীকে অচেতন অবস্থায় কিছু লোকজনকে ধরাধরি করে গ্রামের দিকে নিয়ে আসতে দেখেন। সে সময়ে তাঁর স্বামীর মাথা, গলা, হাত-পা, উরু, কোমড়, পাঁজর ও পিঠে আঘাতের চিহ্ন দেখেন। তিনি আরও জানান, সাধারণ গ্রামবাসীর ওপর বিএসএফ সদস্যদের নির্যাতনের ঘটনা এর আগেও অনেকবার ঘটেছে। তাঁর স্বামীর ওপর বিএসএফ সদস্যদের নির্যাতনের ঘটনায় গ্রামের মানুষ আতঙ্কগ্রস্থ অবস্থায় রয়েছে বলে তিনি জানান।

ইউসুফ আলী (৫০), প্রত্যক্ষদর্শী

ইউসুফ আলী অধিকারকে জানান, ১৮ মে ২০১২ সকাল আনুমানিক ১১.০০ টায় তিনি বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে কাতলামারীর চরে ২৩২/৫ এস নম্বর পিলারের কাছাকাছি একটি জায়গায় ভেড়া ও

ছাগল চড়াচ্ছিলেন। সে সময়ে তিনি দেখেন যে, নো ম্যান্সল্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা দুইজন বিএসএফ সদস্য ধানকাটারত বিভিন্ন কৃষককে তাদের কাছে যাওয়ার জন্য বারবার ডাকছে। কিন্তু ওই কৃষকরা বিএসএফ সদস্যদের কাছে যায়নি। ওই দুইজন বিএসএফ সদস্য পরবর্তীতে সুফল সিংহকে পানি পানের জন্য ইশারা দিয়ে ডাকে। এর কিছুক্ষণ পর তিনি সুফলকে নোম্যান্স ল্যান্ডের দিকে পানি নিয়ে এগিয়ে যেতে দেখেন। সুফল বিএসএফ সদস্যদ্যদের কাছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ করেই বিএসএফ সদস্যরা সুফলকে টেনে-হিঁচড়ে ভারত সীমান্তের ভেতরে নিয়ে যেতে থাকে এবং সেই সঙ্গে রাইফেলের বাঁট দিয়ে সুফলের মাথা, ঘাড় এবং পাঁজরসহ শরীরের নানা জায়গায় অবিরাম আঘাত করতে থাকে। বিএসএফ সদস্যদের রাইফেলের বাঁটের উপর্যুপরি আঘাতে সে সময়ে সুফল মাটিতে পড়ে গেলে একজন বিএসএফ সদস্য সুফলের জামা খুলে নিয়ে দুই হাত পিছমোড়া করে বাঁধে। অপর একজন বিএসএফ সদস্য তাঁর প্যান্টের বেল্ট খুলে ওই বেল্ট দিয়ে সুফলের মাথা, গলা, হাত-পা, উরু, কোমড়, পাঁজর ও পিঠে বেধরক পেটাতে থাকে। একইসঙ্গে বিএসএফ সদস্যরা সুফলকে কিল-ঘুষিও দিতে থাকে। সে সময়ে সুফল বিএসএফ সদস্যদের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য চিৎকার করে ক্ষমা চান এবং তাঁকে ছেড়ে দেয়ার জন্য বারবার অনুরোধ জানান। তিনিসহ সেখানে উপস্থিত সানাউল্লাহ (২৮), মোঃ আজিবুর (৩২), মোঃ জালালউদ্দিন (৪৩), মোঃ আইদুল(৪৩), মোঃ শাহজাহান (৫২), মোঃ আজিজুল (৫০), মোঃ হাফিজুল(৬২)সহ আনুমানিক ৩০/৩৫ জন গ্রামবাসী সুফলের ওপর নির্যাতনের ঘটনা অসহায়ভাবে কিছুক্ষণ প্রত্যক্ষ করেন। এরপর সুফলকে নির্যাতন থেকে রক্ষার জন্য তিনিসহ আশেপাশের ধানক্ষেতে ধান কাটায় ব্যস্ত সবাই আস্তে আস্তে সেখানে এগিয়ে যান। সুফলকে কেন বিএসএফ সদস্যরা নির্যাতন করছে তা ওই সময়ে উপস্থিত কেউ প্রথমে বুঝতে পারেননি। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তাঁরা বুঝতে পারেন যে, সুফলকে বিএসএফ সদস্যরা শুধুশুধুই নির্যাতন করছে। তিনি জানান, বিএসএফ সদস্যরা সুফলকে মারতে মারতে তখন বলতে থাকে যে, সুফলের মহিষ ভারতের সীমান্তে অবস্থিত লোকজনের ক্ষেতের ফসল খেয়ে ফেলেছে। সুফলকে নির্যাতন করতে দেখে তিনি ও অন্যান্যরা হতবাক হন। কিছুক্ষণ পর বিএসএফ এর একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এসে বিএসএফ সদস্যদের কাছ থেকে সুফলকে রক্ষা করেন। ওই কর্মকর্তার হস্তক্ষেপে সুফলের ওপর বিএসএফ সদস্যদের নির্যাতন বন্ধ হলে তাঁকে চিকিৎসকের কাছে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি ধারণা করেন, যদি ওই কর্মকর্তা সুফলের কাছে এসে না পৌঁছাতেন তাহলে সুফলকে আরও নির্যাতন করা হতো। তিনি বলেন, বিএসএফ সদস্যরা অভিযোগ করেছে যে, সুফলের মহিষ ভারতের সীমান্তের লোকজনের ক্ষেতের ফসল খেয়ে ফেলেছে, তা মিথ্যা, বানোয়াট এবং ভিত্তিহীন। তিনি বলেন বাংলাদেশ সীমান্তের গবাদী পশুর মালিকরা ভারতের সীমান্তে কখনোই ঘাস খেতে পাঠায় না, এব্যাপারে সবসময়েই তাঁরা সতর্ক থাকেন। বিএসএফ সদস্যরা এর আগেও নানা অজুহাতে তাঁদের গ্রামের সাধারণ লোকজনকে অহেতুক ধরে নিয়ে নির্যাতন করেছে বলে তিনি জানান।

মোঃ সাজেমান (৬০), পল্লী চিকিৎসক, দুয়ারপাল গ্রাম, পোরশা, নওগাঁ

মোঃ সাজেমান অধিকারকে জানান, ১৮ মে ২০১২ সকাল আনুমানিক ১১.০০ টায় তিনি বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী কাতলামারীরচর এলাকায় ২৩২/৫ এস নম্বর সীমান্ত পিলার থেকে আনুমানিক ১ কিলোমিটার দুরে তাঁর নিজের ক্ষেতের ধান কেটে গাড়িতে তুলছিলেন। সে সময়ে তিনি একটু দূরে কিছু মানুষজনের জটলা দেখতে পেয়ে তিনিও ২৩২/৫ এস নম্বর সীমান্ত পিলারের কাছে যান। সে সময়ে তিনি দেখেন যে, দুইজন বিএসএফ সদস্য সুফলকে লাঠি ও বেল্ট দিয়ে পেটাচ্ছে। সুফল বিএসএফ সদস্যদের নির্যাতন থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য চিৎকার করে ক্ষমা চাইতে থাকে এবং তাঁকে ছেড়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানাতে থাকে। আনুমানিক এক ঘন্টা বিএসএফ সদস্যরা সুফলের ওপর নির্যাতন চালায়। নির্যাতনের এক পর্যায়ে বিএসএফ এর একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সেখানে এসে পৌঁছালে ওই বিএসএফ সদস্যরা সুফলকে নির্যাতন করা বন্ধ করে। বিএসএফ সদস্যদের নির্যাতনে সুফলের মাথার পেছনের অংশ ফুলে যায় এবং সুফলের ঘাড়, পাঁজর, হাত-পাসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত পায়। এরপর তিনিসহ অন্যান্য গ্রামবাসী অচেতন অবস্থায় সুফলকে নিয়ে তাঁর চেম্বারে আসেন এবং তিনি সুফলকে চিকিৎসা দেন বলে জানান।

নায়েক সুবেদার রফিকুল ইসলাম, ক্যাম্প কমান্ডার, হাপানিয়া সীমান্ত ফাঁড়ি, ৪৬ ব্যাটালিয়ন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, (বিজিবি) পোরশা, নওগাঁ

নায়েক সুবেদার রফিকুল ইসলাম অধিকারকে জানান, ১৮ মে ২০১২ দুপুর আনুমানিক ১.০০ টায় দুয়ারপাল গ্রামের একলোক তাঁকে জানান যে, কাতলামারীর চরে ২৩২/৫ এস নম্বর সীমান্ত পিলারের কাছে কৃষক সুফল নিজের জমির ধান কাটার সময়ে বিএসএফ সদস্যরা তাঁকে ডেকে নিয়ে যেয়ে নির্যাতন করে। তিনি নিতপুর ক্যাম্প কমান্ডার সুবেদার আক্তার ও রাজশাহী সেক্টর কমান্ডারকে এব্যাপারে জানিয়েছেন বলে জানান। এছাড়া সুফলকে নির্যাতনের ব্যাপারে তিনি আর কিছু বলতে রাজি হননি।

সুবেদার আক্তার, ক্যাম্প কমান্ডার, নিতপুর সীমান্ত ফাঁড়ি, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ , পোরশা, নওগাঁ

সুবেদার আক্তার অধিকারকে জানান, ১৮ মে ২০১২ সকাল আনুমানিক ১১.০০ টায় হাপানিয়া সীমান্ত ফাঁড়ির ক্যাম্প কমান্ডার নায়েক সুবেদার রফিকুল ইসলাম তাঁকে জানান যে, কাতলামারীর চরে ২৩২/৫ এস নম্বর সীমান্ত পিলারের কাছে কৃষক সুফলকে ডেকে নিয়ে বিএসএফ সদস্যরা নির্যাতন করেছে। বিএসএফ সদস্যরা সুফলকে ধরে নিয়ে নির্যাতন করা এবং পরবর্তীতে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে সুফল কোন অভিযোগ না করায় তিনি কোন পদক্ষেপ নিতে পারেননি বলে জানান।

অধিকার এর বক্তব্যঃ

অধিকার বিএসএফ সদস্য কর্তৃক কৃষক সুফল শিংহের ওপর নির্যাতনের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। এছাড়া বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের নিরাপত্তাহীনতা ও

ঝুঁকিতে থাকা এক নিয়মিত ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। অধিকার সুফল শিংহের ওপর নির্যাতনের ব্যাপারে সরকারকে ভারতের কাছে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানাতে এবং সুফল শিংহ এর জন্য সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে দাবি জানাচ্ছে। অধিকার মনে করে, বাংলাদেশের দুর্বল পররাষ্ট্রনীতির কারণে নিরস্ত্র সাধারণ বাংলাদেশীরা নিয়মিতই সীমান্তে হত্যা-নির্যাতন এবং অপহরণের স্বীকার হচ্ছেন। অধিকার সীমান্ত অঞ্চলের বাংলাদেশীদের রক্ষায় সরকারকে দৃঢ় ভূমিকা নেয়ার জন্য আহবান জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-